R. N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্যবসায়ীকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা পৌষ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

জঙ্গিপুরে ভোটের গরম হাওয়ায় আসর জমে উঠেছে

বিশেষ প্রতিনিধি : শেষ পর্যন্ত একজন নির্দল প্রার্থী যদি তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে না নিতেন, তবে সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে সাতটি বিধানসভার সমন্বয়ে গঠিত ৮নং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই হত সপ্তরথীর মধ্যে। এই কেন্দ্রের ভোটদাতার সংখ্যাও প্রায় সাত লক্ষ। ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে, নির্বাচনী প্রচার ততই জোরদার হচ্ছে হাওয়া এখন রীতিমত গরম। এই হাওয়াকে আরো গরম করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মোতাহার হোসেন (ইন্দিরা কংগ্রেস), মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাসগুপ্ত, এস ইউ সি দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুকোমল দাসগুপ্ত প্রমুখ। মারকসবাদী কর্মী সংস্থারও কয়েকটি নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন, নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন, জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন। আরস কংগ্রেস ও জনতা দলের হয়ে উল্লেখযোগ্য কেউ এখনও প্রচারে আসেননি। ছয়টি ভিন্ন দল ছয়জন প্রার্থী দাঁড় করালেও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মূল লড়াই হবে সি পি এম প্রার্থী জয়নাল আবেদিন ও ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী হাজী লুৎফল হকের মধ্যে। আরস কংগ্রেস, মাকসা ও জনতা দলের প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়ে যেতে পারে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। জনতা দলের কোন সংগঠন এখানে নাই। তাঁরা বলছেন, তাঁরা প্রার্থী দিয়েছেন ভোটদাতাদের উপর নির্ভর করে। ঠিকমত ভোট নিতে পারলে, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে তাঁরা বুঝেছেন, তাঁদের প্রার্থীকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩টি আসনেই ফ্রন্ট জিতবে ঃ পি ডি

সাগরদীঘি, ১৪ ডিসেম্বর—'সারা মুর্শিদাবাদ জেলায় খেটে খাওয়া মানুষ আজ সংগঠিত হয়েছে। বাম ঐক্য সুদৃঢ় হয়েছে। এ জেলার তিনটি আসনেই ফ্রন্টের প্রার্থীরা জিতবেন' বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাসগুপ্ত আজ সাগরদীঘি ও ধুলিয়ানের দুটি জনসভায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ইন্দিরাজীর রাজত্বে সারা দেশজুড়ে নেমেছিল অন্ধকারের রাজত্ব। এগারশো সি পি এম কর্মীকে কংগ্রেসীরা খুন করেছে। লক্ষ লোককে জেলে পুরেছিল। ইন্দিরাজী ক্ষমতায় এলে আবার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হবে। প্রমোদবাবু বলেন, রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রভূত উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দশমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রমোদবাবু ভোট প্রার্থনা করে আহ্বান জানান, রাজ্যের উন্নয়নে আরও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত শুনানী জানুয়ারীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড ও আহিরণ ষ্টেশনের মাঝে ফল্গু সেতুতে সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার শুনানী শুরু হবে জঙ্গিপুর আদালতে আগামী জানুয়ারী মাস থেকে। এর জন্য জঙ্গিপুর আদালতে ট্রাইবুনাল কোর্ট গঠন করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লোকেশ ব্যানারজিকে নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যানারজি ছিলেন বীরভূমের সিনিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট জাজ।

সাব জাজ কোর্ট : আর একটি খবরে জানা গেছে, আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে জঙ্গিপুর আদালতে সাব জাজ কোর্ট স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন। একজন সাব জাজ নিয়োগ করা হবে। এর ফলে সেসান এবং আপীলের শুনানী এখানেই হবে। এ ছাড়াও রহরমপুরে একজন সাব জাজ এবং একজন অতিরিক্ত সাবজাজ নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে দেশে বহু আদালত স্থাপন প্রকল্পের আওতায় এগুলি পড়ছে।

রেলের দশ টন চোরাই লোহা আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৯ ডিসেম্বর—ফরাক্কা পুলিশ সম্প্রতি দশ টন রেলের চোরাই লোহাসমেত একটি লরি (এম এন পি ৩৫৯) আটক করেছে। আটক লোহার মধ্যে অনেকগুলি রেললাইন আছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দেশজুড়ে লোহার আকালের সুযোগে একটি চক্র মাথা চাড়া দিয়েছে এবং তারা ব্যাপকভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় লাইনসমেত রেলের লোহা চুরি করে পাচার করছে। এর ফলে দেশে রেল দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আর একটি দুর্ঘটনা : আহিরণ ও সুজনিপাড়া ষ্টেশনের মাঝে ফীডার ক্যানেলের সেতুর মুখে ১৩ ডিসেম্বর বিকেলে মালবোঝাই একটি লরি রেলিং ভেঙে রেললাইনের ওপর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। আজিমগঞ্জ থেকে রিলিফ ট্রেন এসে লরিটিকে লাইন থেকে সরানোর পর পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এই ঘটনার পর সেতুর দুই মুখে পুলিশ প্রহরা আরো জোরদার করা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে।

বাঘ আতঙ্ক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর—এই থানার মাঠপাড়া গ্রামে কয়েকদিন ধরে একটি নেকড়ে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বাঘটি নাকি কয়েক সপ্তাহে কয়েকটি ছাগল খেয়ে ফেলেছে। বহু গ্রামবাসী নাকি রাত্রের দিকে বাঘটিকে চাক্ষুষ করেছেন। কিন্তু পিছু ধাওয়া করে তার আস্তানা নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিরজাপুর বৈদপুর ও গাদী কুঠির দিকেও নাকি বাঘটির হামলার কথা শোনা যাচ্ছে। ফলে গ্রামের মানুষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে পুরমন্ত্রী

ধুলিয়ান, ১৫ ডিসেম্বর—রাজ্যের পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর আজ এখানে এলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কমিশনার সত্যদেব গুপ্ত। সভাপতির ভাষণে সত্যবাবু পুরসভার সমস্যা সমাধান, দুর্নীতির তদন্ত, প্রতিটি ওয়ারডে আলো ও জল সরবরাহ এবং সড়ক সংস্কারের দাবি জানান। সম্বর্ধনার উত্তরে পুরমন্ত্রী ধুলিয়ান পুরসভার সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। পুরকর্মীদের পক্ষ থেকে একটি স্মারক-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তদন্ত কমিটি গঠন

ধুলিয়ান, ১৯ ডিসেম্বর—শহরের সড়ক সংস্কার, আলো ও জল সরবরাহ, অবরুদ্ধ ড্রেন সংস্কার, বন্যাবিধ্বস্ত গৃহ পুনর্নির্মাণ খাটা পায়খানাকে স্যানিটারি পায়খানায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে ধুলিয়ান পুরসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির তদন্তের জন্য পুরপতি সম্প্রতি একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছেন। 'ধুলিয়ানে পুরমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের পর বিশেষ জরুরী সভা ডেকে ওই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বলে জানা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ বুধবার, ১৩৮৬।

আত্মঘাতী রেল

ইদানীং পূর্ব রেলে চুরি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, রেল কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিতে অপারগ হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া কয়লা চুরি। লালগোলা—শিয়ালদহ লাইনের কৃষ্ণপুর, বি এ কে লুপ লাইনের আজিমগঞ্জ, মনিগ্রাম, গনকর, জঙ্গিপুর রোড প্রভৃতি এবং আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখা রেলপথের সাগরদীঘি, লোহাপুর প্রভৃত এলাকা কয়লা চুরি এবং পাচারের অন্যতম ঘাঁটি বলিয়া চিহ্নিত। রেল পুলিশ যে ইহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন, এমন কথা উহারা হলফ করিয়া বলিতে পারিবেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেলের কয়লা পাচার হয় রেলপুলিশের চোখের সামনেই। এমনও দেখা যায়, রেল-পুলিশ রাইফেল কাঁধে বসিয়া আছেন, পাচারকারী মালগাড়ীতে উঠিয়া নির্বিঘ্নে কয়লা নামাইতেছে। এই সকল দৃশ্য রেলপুলিশ সম্পর্কে যাত্রী-সাধারণের ধারণা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা হইলে কি ধরিয়া লইতে হইবে, রেল কর্তৃপক্ষ নিরুপায়? কিন্তু জনসাধারণ শুনিবেন কেন? দিনের পর দিন করের বোঝা চাপাইয়া রেলমন্ত্রক ক্ষতিপূরণ উশুল করিয়া লইতেছেন। সুতরাং খুব বেশী দিন জনসাধারণকে বোকা বানাইয়া রাখা যাইবে না। জবাবদিহি একদিন করিতেই হইবে।

বর্তমানে দেশ জুড়িয়া কয়লায় ও লৌহে সঙ্কট চলিতেছে। কয়লার অভাবে দেশের বহু ট্রেন বাতিল করিতে হইয়াছে। লালগোলা—শিয়ালদহ এবং আজিমগঞ্জ—নলহাটী লাইনেও বেশ কয়েক জোড়া প্যাসেন-জার ট্রেন বাতিল করা হইয়াছে। যাত্রীসাধারণের দুর্ভাগ বাড়িয়াছে। তথাপি কয়লা চুরি বন্ধ হয় নাই। লোহাচোরের দল বিভিন্ন স্থানে রেল-লাইন ও রেলের লোহা চুরি করিয়া পাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেল দুর্ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এমত অবস্থায় রেল চলিতেছে। তবে কতদিন চলিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ঠিক সময়ে ট্রেন চলাচলের প্রতিশ্রুতি দিয়াও রেল কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। কথায় আছে 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'। সুতরাং 'কাকস্য পরিবেদনা'—কে কাহার কথা শুনে। তবে আত্মঘাতী রেল কি ভূগোল হইতে ইতিহাসে স্থান লইবে? তাহাই বা কি করিয়া হয়? রেল কর্তৃপক্ষ কি ইহার জবাব দিবেন? রেল কর্তৃপক্ষ কি চুরি নির্মূল করিতে সচেষ্ট হইবেন? এই প্রশ্ন যাত্রীসাধারণের। এই প্রশ্ন আপামর জনসাধারণের।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য

জঙ্গিপুর সংবাদের ৩১শে অক্টোবর—সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমাদের ব্যথা-বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে আরো জানাতে চাই যে, পৃথিবীর সবকিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে উমরপুর, জরুর, বাড়ালা প্রভৃতি গ্রামের বিদ্যুৎ বিল রঘুনাথগঞ্জের সরবরাহ দপ্তরে জমা নেওয়া হয়। এতবড় এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য ঐ সংস্থা কোন প্রকার সুব্যবস্থা করছেন না। শুধুমাত্র বিলের ব্যাপারই নয়, শোনা যাচ্ছে, ঐ সংস্থায় নতুন গৃহে বিদ্যুৎ আনয়নের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে গৃহকর্তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তার কোন রসিদ দেওয়া হয় না। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দরকার। কেন সমস্ত টাকা জমা দেওয়ার পরেও আরথিং পাইপের জন্য টাকা নেওয়া হয়? ঐ সংস্থার দপ্তরে স্বল্প পরিসর জায়গার কথা আমরা জানি। আবার এও জানি যে, বেশ কয়েকজন বাড়ির মালিক অধিক পরিসরযুক্ত বাড়ি তাঁদের ভাড়া দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত বিরোধের ফলেই নাকি এই দপ্তরের স্থানীয় প্রধানের সঙ্গে উচ্চতর দপ্তরের স্থানীয় প্রধানের ঐক্য হচ্ছে না। বর্তমানের ঐ ছোটো বাড়িটি ছেড়ে বড় বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলতঃ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ দপ্তরের কর্মচারীদের। আমরা জানি বিদ্যুৎ সংস্থায় অসংখ্য অতিরিক্ত কর্মচারী আছেন যাঁদের দিয়ে বিলের টাকা গ্রহণের কাজ করানো যেতে পারে—অবশ্যই অতি-রিক্ত কাউন্টার খুলে। কিন্তু এর জন্য তাঁদের বসতে দেওয়ার জায়গা দরকার। রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার প্রধানের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে বৃহৎ পরিসরে দপ্তর স্থানান্ত-রিত করার ব্যবস্থা করুন—অধিক অর্থ গ্রহণ করার অভিযোগের চূড়ান্ত সাপেক্ষে জবাব দিন। নতুবা রঘুনাথগঞ্জের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আপনাদের কাছ থেকে সমুচিত ব্যবস্থা ও জবাব আদায় করার ব্যাপারে অবশ্যই অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন বলে আমরা মনে করি।
—স্বপনকুমার মুখার্জি (হরিদাসনগর) ও আরো ৯ জন নাগরিক, রঘুনাথগঞ্জ।

ক্রীড়া সংস্থার প্রতি

২৮ নভেম্বর তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে পড়িলাম যে, জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত 'পাওয়ার লীগ' ফুটবল ফাইনাল খেলাটি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমার প্রশ্ন, ঐ ক্রীড়া সংস্থার কি কোন কমিটি আছে? যদি থাকে তবে সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘ বনাম হরিসভা ও বন্ধু সমিতির ১৯ ও ২১ অক্টোবর তারিখে খেলা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু উক্ত সময় বাস ধর্মঘটের ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যথা-সময়ে তারিখ পরিবর্তনের জন্য কমিটির নিকট আবেদন করা হইয়াছিল এবং উক্ত দিনে কোনও দল যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত ছিল না। এতৎসত্ত্বেও কিভাবে ফাইনাল খেলাটি সুসম্পন্ন হইয়া গেল ভাবিতেও অবাক লাগে। বালিয়া নেতাজী সংঘ ঐ সংস্থার সক্রিয় সদস্য থাকিয়াও ফাইনাল খেলার সুনির্দিষ্ট তারিখটি কেন যে জানিতে পারিল না তাহা জানি না।
—শচীনন্দন সাহা, বালিয়া (সাগর-দীঘি)।

কলাই খাওয়া নিয়ে

ধুলিয়ান, ১৯ ডিসেম্বর—জোর করে কলাই খাওয়ানোর অভিযোগে সামসেরগঞ্জ পুলিশ চর শিবপুর থেকে ১০৪ জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

বেকারদের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্রের ৫০০ বেকার, যাঁদের আমানত ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের রঘুনাথগঞ্জ শাখায় আছে, ১৯৭৯—৮০ আর্থিক বছরের সেপটেম্বর পর্যন্ত দুটি কিস্তির (প্রতি তিন মাসে এক কিস্তি) বেকারভাতা এখন পর্যন্ত না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ডিসেম্বরে তাঁদের আরো একটি কিস্তির টাকা পাওনা হয়ে গেল। জুন পর্যন্ত একটি বা সেপটেম্বর পর্যন্ত দুটি কিস্তির টাকা ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্র বাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রভুক্ত বেকাররা পূজোর আগে ও পরে পেয়ে গিয়েছিলেন। ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্র আধিকারি-কের গাফিলতির জন্য এখানকার বেকারদের টাকা পেতে এত দেরী হচ্ছে বলে খবর। আবার এই কেন্দ্রের যে সমস্ত বেকারের আমানত সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা জিয়াগঞ্জ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে আছে তাঁরা গত মাসে এবং এ মাসে দু'টি কিস্তির টাকা পেয়ে গেছেন। পাননি শুধু ৫০০ বেকার। জানা গেছে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের রঘুনাথগঞ্জ শাখা থেকে ফরাক্কা কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রের ইস্যু করা চেক ভাঙানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল বহরমপুর খাজাঞ্চিখানায়। কিন্তু সেখানে এই কর্মবিনিময় কেন্দ্রের টাকা না থাকায় চেকটি ডিজঅনার হয়ে ফিরে আসে। এর জন্য দায়ী ফরাক্কা কর্মবিনিময় কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নন।

আন্তর্জাতিক শিশুতর্ষ

মিরজাপুর, ১৬ ডিসেম্বর—জওহর শিশুভবন, মিরজাপুর মহিলা সমিতি এবং শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনের শিশু উৎসব আজ শেষ হয়। ২৪৯টি শিশু বিভিন্ন দিনে বিতর্ক, সঙ্গীত, ছড়া, বলা আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, যা খুসি আঁকা ও সাজা, খেলাধুলা, ড্রিল, ব্রতচারী, মৈমনসিংহ জারি ও নাটকে অংশ গ্রহণ করে। ১৪ ডিসেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। গতকাল এবং আজ পৌরোহিত্য করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আর পি ব্যানার্জি ও জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্ত্তী।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

৯ ও ১০ ডিসেম্বর কান্দী মহকুমার বহড়া ও বোলপাড়া মুখ্য গ্রামে এক-দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প জেলা কৃষিবিদ মনোজ সরকার, এইচ এফ সির এরিয়া অ্যাগ্রোনমিষ্ট প্রভাতকুমার বসু, সহকৃষিবিদ নীহার সিন্‌হা প্রমুখ। রবি মরশুমে বিভিন্ন ফসলের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক চাষ ও সুষম সার ব্যবহার সম্বন্ধে ৩৫ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বোলপাড়ার অনুষ্ঠানে ৩২ জন চাষীকে উন্নত পদ্ধতিতে রবি ফসলের চাষ ও সার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই পৌষ

ধান ঃ

এ পক্ষের প্রথম থেকে বোরো ধানের চারা লাগানো শুরু করতে পারেন। যে সব এলাকায় চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেচ পাওয়া যাবে সে সব এলাকায় সি. আর. ১২৬ ৪২-১ সি. এন. এম-২৫, পুসা ৩৩-৩০, আই. ই. টি ১৪৪৪, ২২২২, ২২৩৩ এবং যে সব এলাকায় চৈত্রের শেষ পর্যন্ত সেচ পাওয়া যাবে সেখানে রত্না, পলমন ৫৭৯, আই. আর ৩০, ৩৬ জাতের চারা লাগান। অন্যান্য মাঝারি বা নাবি জাতের ধান এবছর চাষ না করাই ভাল। জমি তৈরীর সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিন এবং মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সার দিন। মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হলে এসব স্বল্পমেয়াদী জাতে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্‌ফেট ও ২০ কেজি পটাশ সার দিন। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারার ৫-৬টি পাতা হ'লে ২০×১০ সে. মি. দূরত্বে ৫ সে. মি. গভীর করে লাগান।

গম ঃ

মুকুট শিকড় বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বোনার ২১ দিন পর একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন সার দিয়ে প্রথমবার ও পাশকাঠি ছাড়ার সময় অর্থাৎ বোনার ৪২ দিন পর দ্বিতীয়বার সেচ দিন। গমের জমির আগাছা তুলে ফেলুন।

আলু ঃ

দেরীতে লাগানো আলুর ক্ষেতে বীজ বসানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে প্রথমবার ভেলী বেঁধে দিন। জলদি বসানো আলুর ক্ষেতে ৬ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার ভেলী বেঁধে দিন এবং প্রয়োজন-মত সেচ দিন।

সর্ষে ঃ

প্রয়োজনে ফুল আসার আগে একবার সেচ দিন। জাব পোকা দমন করতে আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনে জানানো মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ স্প্রে করুন।

অন্যান্য ফসল ঃ

ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে চারা লাগানোর ১৫ দিন ও ৩৫ দিন পর একরে প্রতিবার ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন এবং পেঁয়াজে চারা লাগানোর ৩০ দিন পর একরে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

/naa

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

খেলার খবর

মিরজাপুর, ১৯ ডিসেম্বর—সর্ব-ভারতীয় গ্রামীণ খেলাধুলায় পশ্চিম-বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের বিতা সেন ও হাসি-মুদ্দিন সেখ সটপাটে, তপন দাস লং জামপে এবং উত্তম মনিগ্রাম জেভেলিনে মনোনীত হয়েছে। ১৫-১৬ ডিসেম্বর আবামঘাটায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সিলেকসন কমিটির ট্রাইব্যালে এদের মনোনীত করা হয়।

সারা পশ্চিম বাঙলা শীতকালীন স্কুল প্রতিযোগিতায় ঝর্না দাস সটপাট ও ডিসকাসে প্রথম ও দ্বিতীয়, তপন দাস লং জামপে প্রথম, সুষমা শোশা হাই জামপে দ্বিতীয় এবং বনানী দাস ডিসকাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২৪-২৯ ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় এরা যোগদান করবে।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল জিমন্যাসটিক প্রতি-যোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলা দলে মিরজাপুর ডি পি হাই স্কুলের বিনা সেন ও কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, মিরজাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দীপালি সাহা ও জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের অন্নপূর্ণা মজুমদার জেলার মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিজ্ঞপ্তি

গত কয়েকদিন আগে আমাদের বন্ধু চিত্ত মুখার্জী সম্পর্কে একটা অরাজ-নৈতিক ও নোংরা বেনামী লিফ্‌লেট বেরিয়েছে। এই লিফলেটের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই বা সমর্থন নাই। আমরা রাজনীতিগত-ভাবে যে যাই করি না কেন ব্যক্তিগত-ভাবে তাকে আমরা ভালোবাসি। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমাদের এই প্রতিবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করে বাধিত করবেন। ইতি—১। মানস সিন্‌হা, সেকন্দরা, ২। গৌর দাস, মিঠিপুর, ৩। নির্মল সিন্‌হা, ওসমানপুর, ৪। জয়দেব সাহা ওরফে ডাকু, বালিঘাটা, ৫। অমিতাভ মজুমদার ওরফে বাবন, কাঁসিতলা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ইউনিয়নের মামলা

সংবাদদাতা. ফরাক্কা ব্যারেজ : ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পদ্মকান্ত পাল যাতে ১৪ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলে সংস্থার কাজে কোন বাধা প্রদান করতে না পারেন এই মর্মে জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফি আদালত এক আদেশ জারি করেছেন। সংস্থার সহ-সভাপতি চন্দ্রমাধব রায়ের আবেদন-ক্রমে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ ১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত ফরাক্কা ব্যারেজ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে সংসদ সদস্য অশোক-কৃষ্ণ দাস সভাপতি, চন্দ্রমাধব রায় সহ-সভাপতি ও পদ্মকান্ত পাল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অভিযোগ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ সম্পাদক পদ্মকান্ত পাল বেআইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ১৯৭৯ সালের ১৪ জুন এক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনে প্রয়াসী হন এবং সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে 'শো-কজ' করেন। সহ-সভাপতি চন্দ্রমাধব রায় সংস্থার পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফি আদালতে এই বেআইনী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যরা যাতে আগের কমিটির কাজে কোন বাধা প্রদান বা অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারেন তার জন্য ইন-জাংসানের আবেদন করলে আদালত প্রথমে বিবাদী পক্ষকে 'শো-কজ' করেন এবং পরে ওই আদেশ জারি করেন। মামলাটি এখনও বিচারাধীন আছে। বাদী পক্ষে আইনজীবী আছেন মুক্তা ঘোষাল।

অরঙ্গাবাদে যাত্রানুষ্ঠান

গত ১৬, ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর—অরঙ্গাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে ডি এন কলেজ ময়দানে যথাক্রমে আনন্দলোকের 'শাহজাদা' তপোবনের 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এবং অগ্রগামীর 'বাবা তারকনাথ' যাত্রা অভিনীত হয় সুশৃঙ্খলভাবে। উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী। —প্রাপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এর খেলার মাঠের নামকরণ করা হইয়াছে 'নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী স্মৃতি ময়দান' এখন হইতে এই নামেই ময়দানের কাজকর্ম পরিচালিত হইবে। —মদনমোহন সাহা, সাঃ-সম্পাদক।

ধুলিয়ানে পুরমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিপি তাঁকে দেওয়া হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীর সমর্থনে কয়েকটি জনসভায় ভাষণদানের উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আসেন বলে জানা যায়।

বাঘ আতঙ্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাঘ আতঙ্কে বিনীদ্র রজনী যাপন করছেন। সন্ধ্যা হলেই জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের কোলছাড়া করতে একদম নারাজ। বাঘ আতঙ্ক এখন সমগ্র মাঠপাড়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে।

ফ্রন্ট জিতবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক সূচী নিতে কেন্দ্রকে বাধ্য করার জন্য এ রাজ্যের সব আসনে ফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন। সভায় পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র, এম এল এ হাজারি বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আসর জমে উঠেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি ভোট দিতে লোকের আগ্রহ আছে। ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর ও আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ—জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের আওতাভুক্ত এই তিনটি পুরসভায় ভোটের হাওয়া নাকি জনতার অনুকূলে। নির্বাচনের মুখে দলে ব্যাপক ভাঙ্গন ধরায় কংগ্রেস (ইউ) দলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেস ছেড়ে ইন্দিরা কংগ্রেস দলে যোগদান করায় ভোটের হাওয়া তাঁদের অনুকূলে বইছে। তবে ইন্দিরা কংগ্রেসের এই হাওয়া শুরুতে যতটা অনুকূলে ছিল, এখন ততটা নাই। ইন্দিরা কংগ্রেসের অনেক ঘাঁটি এখন সি পি এম-এর দখলে। উভয় দলের মধ্যে লড়াই হবে সূক্ষ্ম; এর মধ্যে যিনি জিতবেন, তিনি খুব কম ভোটের ব্যবধানে বৈতরণী পার হবেন। ১৯৭৭ সালে সি পি এম-এর শশাঙ্কশেখর সান্যাল কিন্তু খুব কম ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। এবার তিনি দলের মনোনয়ন পাননি। সাম্প্রদায়িক ভোটের মোকাবিলায় সি পি এম এবার এই কেন্দ্রে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। তাই আসরও বেশ জমে উঠেছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে কলকাতার সবুজশিখা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর—কলকাতা শ্যামবাজারের 'সবুজশিখা' ক্লাবের ৩৯ জন শিশু ও কিশোরী সদস্য শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসে রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের আতিথ্য গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে তিনদিন ধরে ক্লাবপ্রাঙ্গণে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাংড অব অনার, ছোড়াখেলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য পরিবেশন করে তারা শহরের মানুষকে আনন্দ দেয়। এমন সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান শহরের মানুষ অনেকদিন মনে রাখবেন। সবুজশিখার একাজকিউটিভ বডির সদস্য জয়ন্ত সেন এক সাক্ষাৎকারে জানান, এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সারা বাঙলা শিশু উৎসবে তাঁরা ব্যাণ্ড কমপিটিশন ও ছোড়াখেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শনের জন্য আজ তাঁরা মুর্শিদাবাদ নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রিটায়ারের পর প্রোমোশন

নিজস্ব সংবাদদাতা: জেলা স্কুল বোর্ডের জঙ্গিপুর সাবকেলের অবসরপ্রাপ্ত অফিস এ্যাসিসটেনট পরিমল রায়কে প্রোমোশন দিয়ে ডি পি আই এর এক সারকুলারে অবিলম্বে তাঁকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডি পি আই-এর ওই নির্দেশ পরিহাসের কারণ হয়েছে। কারণ, পরিমলবাবু ১৯৭৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন কাজেই এখন তাঁর প্রোমোশনের প্রশ্নই ওঠে না।

যুবকের সাহসিকতা

জঙ্গিপুর, ১৯ ডিসেম্বর—আজ সকালে সদরঘাটের একটি ফেরি নৌকা জঙ্গিপুর ঘাটে পৌছাবার সময় ১২ বছর বয়সের একটি কিশোর হঠাৎ নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যায়। জঙ্গিপুর 'আমরা ক'জন' ক্লাবের সদস্য আসিত চ্যাটারাজ নিজের জীবন বিপন্ন করে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবন্ত কিশোরকে উদ্ধার করেন। তাঁর এই সাহসিকতার জন্য সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মুক্তিবাবুর মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রাক্তন উপমন্ত্রী ও পুরপতি মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৩ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর পুরসভায় শোকসভার আয়োজন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর জন্য ১২ ডিসেম্বর পুরসভা বন্ধ রাখা হয়। জঙ্গিপুর স্কুল হয়ে যায়।

মিশনের বিরুদ্ধে মামলা

সংবাদদাতা, অরঙ্গাবাদ: সুজনিপাড়া নরওয়ে মিশন স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র দাস ও শিক্ষিকা করুণা দাসের ওপর জারি করা নোটিশ বে-আইনী ও ষড়যন্ত্রমূলক এবং সেই নোটিশবলে মিশন কর্তৃপক্ষ যাতে কোন বে আইনী কাজ করতে না পারেন—এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করলে ১৩ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত তা মঞ্জুর করেন। প্রকাশ, ১৯৭৪ সাল থেকে ওই শিক্ষক দম্পতি মিশন স্কুলে শিক্ষকতা করে আসছেন। মিশনের সুজনিপাড়া সাবকেলের মিসেস গারড বোনারজি নিজেকে সেক্রেটারী হিসেবে প্রচার করে শিক্ষক দম্পতির সাথে ব্যক্তিগত আক্রোশে ১৯৭৮ সালের ১০ নভেম্বর শো-কজ করেন। পরবর্তীকালে মিশনের চেয়ারম্যান যোশেফ সানবাটার সহযোগিতায় এ বছর ১২ নভেম্বর টারমিনেসন অব সারভিস' বলে শিক্ষক দম্পতির ওপর এক নোটিশ জারি করা হয় এবং আগামী ৩১ ডিসেম্বর তাঁদের ছাঁটাই করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।